এবারের কোরবানির চমক মেহেরপুরের ‘কালামানিক’

আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে বিশাল আকৃতির একটি গরু প্রস্তুত করা হয়েছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে। নজরকাড়া ফ্রিজিয়ান জাতের গরুটির ওজন ২১/২২ মণ। দুই বছর ধরে গরুটিকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করেছেন ওই গ্রামের পূর্বপাড়ার শাহারুল ইসলাম। দেখতে কুচকুচে কালো এবং বড় হওয়ায় গরুটির নাম রেখেছেন ‘কালামানিক’।

দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা কালামানিকের ঘরে চলে ফ্যান। গোসল করানো হয় দিনে দুই-তিন বার। কালামানিকের নিয়মিত খাবারে মধ্যে রয়েছে খৈল, কাঁচা ঘাস, বিচালি, ভুট্টার ময়দা, চালের কুড়া। পরম যত্নে পালিত কালামানিক জেলার সবচেয়ে বড় গরু বলে দাবি শাহারুল ইসলামের। ১৮ লাখ টাকা দাম উঠলেও তিনি গরুটির দাম হাঁকছেন ২৫ লাখ টাকা।

শাহারুল ইসলাম বলেন, জেলার মধ্যে বড় গরু কালামানিক। দুই বছর ধরে গরুটিকে পালন করছি। কেমিক্যাল জাতীয় খাবার না খাইয়ে আমি ভুসি, গমের ছাল, কাঁচা ঘাস, বিচালি খাওয়াই। খাবারের দাম অনেক বেশি। তাই কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে গরুটি বিক্রি করে একটু লাভের আশা করছি। এতো বড় গরু একা পালন করা সম্ভব হয় না । তাই স্ত্রী ও ছেলে সব সময় আমাকে সহযোগিতা করে। প্রাণিসম্পদ অফিসও আমাকে সহায়তা ও বিভিন্ন পরামর্শ দেয়।

এদিকে কালামানিককে খাওয়ানো, গোসল করা থেকে শুরু করে পরম আদর যত্ন করেন শাহারুলের ছেলে সামিউল। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে মধুর সম্পর্ক।

সামিউল বলে, বাইরের কেউ গরুর কাছে গেলে রেগে যায়। তবে আমি গেলে শান্ত হয়ে যায়।
নিজের সন্তানের মতো যত্নে বড় করা কালামানিককে আসন্ন কোরবানিতে ২৫ লাখ টাকায় বিক্রি করতে চান শাহারুলের স্ত্রী বিলকিস খাতুন। তিনি বলেন, স্বামী বাইরে কাজে গেলে আমি কালামানিককে দেখাশোনা করি।

শাহারুলের ভাই জিনারুল বলেন, বড় ভাই দুই বছর ধরে যত্ন করে গরুটিকে বড় করেছেন। ঈদকে কেন্দ্র করে অনেকেই গরুটিকে দেখত আসছে।

অনেকে আশানুরুপ দাম বলেছে। আমিও এমন একটি গরু এবার পালন করতে চাই।

প্রতিবেশী দুলাল মিয়া বলেন, কোনো ধরনের ক্ষতিকারক বা হরমোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার না করে দেশীয় খাবার বিচালি, চালের কুড়া, খৈল, কাঁচা ঘাস খাইয়ে শাহারুল গরু লালন-পালন করেছেন। কোরবানি ঈদে দাম ভালো পেলে এলাকার অনেকেই কালামানিকের মতো এমন গরু পালন করতে চান।

মেহেরপুর প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ডা. সুব্রত কুমার ব্যানার্জী বলেন, কোরবানির ঈদ উপলক্ষ্যে শাহারুল যে গরুটি লালন-পালন করেছেন তা জেলার মধ্যে অন্যতম একটি বড় গরু। বাণিজ্যিক ও প্রান্তিক খামারিদের সার্বিক পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগিতা করা হচ্ছে।

জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এ বছর জেলায় ২৬ হাজার ৪৭টি খামারে মোট ১ লাখ ৭১ হাজার ৭৫৩টি কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৩ হাজার ২৯৭টি গরু, ১ লাখ ১৫ হাজার ছাগল, ২ হাজার ৬৯৪টি ভেড়া এবং ৭৬২টি মহিষ রয়েছে।

মেহেরপুরে কাল বৈশাখি ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি

মেহেরপুর জেলার কয়েকটি গ্রামের উপর কালবৈশাখী ঝড়সহ শিলা বৃষ্টি হয়েছে। এতে আম,লিচু ভুট্টাসহ উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টার দিকে ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। এতে আম,লিচু ঝরে পড়ে । এছাড়াও মাঠের ফসল ভুট্রা,কলা ক্ষেত,লাউয়ের মাচা ও সবজিসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতি হয়।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, শিলাবৃষ্টিতে ভুট্টা, আম, লিচু, টমেটোসহ বিভিন্ন প্রকার সব্জির ক্ষেত ভেঙ্গে গেছে।
মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে প্রায় ২ হাজার ২ হেক্টর ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জেলা কৃষি বিভাগ নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে কৃষকদের বিনামূল্যে পাট বীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ৮’শত কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সামনে এ সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ নূর-এ-নবী’র সভাপতিত্বে বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী। সেসময় অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সদর উপজেলার ৮’শত কৃষকের মাঝে জনপ্রতি ১ কেজি উন্নতজাতের পাটের বীজ, ৫ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানাযায়, এ নিয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মোট ৮’শ কেজি পাট বীজ ও ৮ মেট্রিক টন সার বিতরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করেছেন স্থানীয় কৃষি অফিস।

বুধবার দুপুরে উপজেলা চত্বর থেকে এ সব সামগ্রী বিতরন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উফশী আউশ ধান ও পাট ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী আনিসুল ইসলাম,কৃষি অফিসার জাহিদ হোসেন, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার নাজমুল সাকিব, টিপু সুলতান।

এ বছর তিন হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির মাঝে পাঁচ কেজি উফসি আউশ ধানের বীজ, দশ কেজি করে ডিওপি ও দশ কেজি এমওপি সার দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া দুইশ জন চাষির মাছে ১ কেজি করে পাট বীজ, ৫ কেজি করে ডিওপি ও পাঁচ কেজি করে এমওপি সার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে ১৬’শ কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিভাগ জানায়, সরকারের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় উফশী আউশের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ১ হাজার ৬০০ কৃষককে এ উপকরণ দেওয়া হয়। প্রত্যেককে ৫ কেজি উন্নতজাতের বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন মিজানুর রহমান

পরীক্ষামূলকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরের তরুণ উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি জানান, “আমার ইচ্ছে ছিল নতুন কিছু চাষ করার। ইউটিউবে মাশরুম চাষ সম্পর্কে জানতে পেরে আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনোহরপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত কৃষি কর্মকর্তা মোরশেদ বিল্লাহর সহযোগিতায় ৫০ কেজি বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগ তৈরি করি এবং পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করি।”

তিনি আরও বলেন, “আমার চাষ করা মাশরুমগুলো ওয়েস্টার জাতের এবং বর্তমানে এগুলোর বয়স আড়াই মাস। মাশরুম পলিব্যাগ তৈরির জন্য আমি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কাঠের গুঁড়া ও মাশরুমের বীজ ব্যবহার করেছি। পরিচর্যার ক্ষেত্রে আহামরি কিছু করতে হয় না। তবে অতিরিক্ত গরমে দিনে ৩-৪ বার বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করতে হয়।”

ছত্রাক সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, “কোনো পলিব্যাগে ছত্রাক দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে হবে। না হলে অন্য পলিব্যাগগুলোও আক্রান্ত হবে।”

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মাশরুম চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মাশরুম মূলত শীতপ্রধান দেশে ভালো চাষ হয়। তাই চাষের জায়গাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেখানে সরাসরি রোদ না আসে এবং তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। যদি গরম বেশি হয়, তাহলে সকালে, দুপুরে ও রাতে বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়।”

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, “শুরুর দিকে আমার ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগের মধ্যে প্রায় ৪০টি নষ্ট হয়ে যায়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার ফলে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি—কীভাবে এটি তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়। ভবিষ্যতে

বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন।”

এছাড়াও তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ জানান তার মতো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরার জন্য।

মেহেরপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে শতাধিক মাছ নিধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের মোঃ ফইমুদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ মফিজের পুকুরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া বিষে শতাধিক মাছ মেরে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোর ৫টার দিকে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে পুকুরের পানিতে অসংখ্য মৃত মাছ ভাসতে দেখে বিষয়টি নজরে আসে। ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষি মোঃ মফিজ জানান, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা রাতের অন্ধকারে তার পুকুরে বিষ প্রয়োগ করেছে, যার ফলে তার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষি প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে ১ হাজার ৩৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিভাগ জানায়, গ্রীষ্মকালীন মুগ ও তিলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ১ হাজার ৩৫০ কৃষককে এ উপকরণ দেওয়া হয়। ৮০০ কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি উন্নতজাতের মুগ বীজ ও ১৫ কেজি রাসায়নিক সার এবং সাড়ে ৫০০ কৃষকের প্রত্যেকে ১ কেজি গ্রীষ্মকালীন তিল ও ১৫ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলার উদ্বোধন

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহে তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলা শুরু হয়েছে।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল।

কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর ঝিনাইদহের উদ্দ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ও আধুনকি উদ্ভাবন কৃষকদের মাঝে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী ও সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল হাই সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানর প্রধান অতিথি আব্দুল আওয়াল বলেন, এই মেলার মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং তা

মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ করে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে পারবে।

তিনি বলেন, কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হলে কৃষককে চাষে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা সম্বভব হবে। প্রদর্শনীতে আধুনিক সবজি, ফলসহ ড্রোন প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল শস্য উৎপাদন, জৈব সার, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ও স্মার্ট কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে স্টল বসানো হয়।

মেলায় অংশ নেওয়া কৃষক মহিউদ্দীন জানান, নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি তারা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহায়তার বিষয়েও ধারণা পেয়েছেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী জানান, মেলাটি কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে

দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।